দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...16 AUG 2008...
পৃঃ ৮ ... ৩....

প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

ক্ষার্থীরা কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট
উটরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে

॥ নিজামুল হক ॥

দশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক
পুরোপুরি প্রাইভেট টিউশন এবং কোচিং
নির্ভর হয়ে পড়েছে। স্কুল ও শিক্ষকদের
ন্নয়নে সরকারের হাজার কোটি টাকার
র সুফল পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। নিজ নিজ
প্রতিষ্ঠানে
দিয়েই যেন
দের দায়িত্ব
, শ্রেণীকক্ষে
ান হয় না
ই চলে।
ট টিউশন ও
-এর পিছনে
ীদের প্রতি
শ্রণীভেদে দেড় হাজার থেকে পাঁচ হাজার
য় করতে হয়। এভাবে প্রতিনিয়ত শিক্ষা
ড়ে যাচ্ছে। অভিভাবকরা সন্তানের শিক্ষা
টাতে হিমশিম খাচ্ছেন।
কাচিং ও প্রাইভেট টিউশন নির্ভর শিক্ষার
দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়া
দিতে বাধ্য হচ্ছে। প্রাইভেট টিউশনের

● স্কুলে লেখাপড়া হয় না
● এ বিষয়ে আইন থাকলেও মানছে না শিক্ষকরা
● শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ নেই

মাত্রা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। বাংলা, ধর্ম, ইংরেজি, গণিত থেকে শুরু করে সব বিষয়েই প্রাইভেট টিউটর বা কোচিং-এ পড়তে হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন করছেন, তাহলে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাবদ হাজার কোটি টাকা ব্যয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রয়োজন কী?

ভর্তি থেকে শুরু করে পরীক্ষা ফি, বই-খাতা-কলমসহ সব শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। গত দুই বছর পর্যায়ক্রমে শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষা ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। দুই বছর পূর্বে প্রতি রিম কাগজের মূল্য ছিল ১৭৫ টাকা, এখন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩০ টাকায়। কাগজের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বইয়ের মূল্যও বেড়েছে ৩০-৪০ শতাংশ। কলমের মূল্য বেড়েছে ২০ শতাংশ। মাধ্যমিক পর্যায় ষষ্ঠ শ্রেণীর এক সেট বই কিনতে এখন লাগছে (২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষার্থীরা কোচিং সেন্টার

(প্রথম পৃঃ পর)

আড়াই হাজার থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা। এভাবে প্রতি শ্রেণীতে খরচ বেড়েছে। দ্রব্যমূল্য, বাড়ি ভাড়া, কাগজের মূল্যবৃদ্ধি দেখিয়ে প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং-এর ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার্থীর যাতায়াত খরচ বেড়েছে ৩০ শতাংশ। এভাবে শিক্ষালাভের প্রতিটি ক্ষেত্রেই খরচ বেড়েছে।

সারাদেশেই প্রাইভেট টিউশন বা কোচিং স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুলে ভর্তি হলেই সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়তে হবেই এমন একটি ধারণা জন্মেছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে ভর্তি হবার সাথে সাথেই শিক্ষকদের কাছে বা কোচিং সেন্টারে পড়াটা নিশ্চিত করতে হয়। শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকদের বাসায় বা কোচিং সেন্টারে ভিড় জমাচ্ছে।

পিপিআরসির গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১২ টি পরিবারের শিশু শ্রেণী থেকে এসএসসি পর্যন্ত মোট ৩১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র একজন প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ে না। বাকি সবাই প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ে, যার হার ৯৭ শতাংশ। বর্তমানে পরিবারগুলো প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ৬০০ টাকা প্রাইভেট টিউশন খাতে ব্যয় করে। এ হিসাব অনুযায়ী সরকারি প্রাইমারি স্কুলে যদি ৩০০ জন শিক্ষার্থী থাকে, সেক্ষেত্রে বার্ষিক প্রাইভেট টিউটর ফি বাবদ ব্যয় দাঁড়ায় ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা, যা স্কুল শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাবদ ব্যয়িত অর্থের এক-তৃতীয়াংশ।

দেশের বিভিন্ন স্থানের অভিভাবক জানান, শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়া হয় না বললেই চলে। ফলে সন্তানকে বাধ্য হয়েই প্রাইভেট টিউশন বা কোচিং-এ পড়াতে হয়। স্কুলের শিক্ষকরা তার কাছে প্রাইভেট পড়তে শিক্ষার্থীদের প্ররোচিত করে থাকেন। প্রাইভেট পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে চাপ দেয়া হয়। যেসব শিক্ষার্থী কোন শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে, স্কুলের পরীক্ষায় নম্বর বেশি তাকে দেয়া হয়, শ্রেণীকক্ষে তার সঙ্গে অন্য শিক্ষার্থীর সাথে আচরণের পার্থক্য থাকে। রাজধানীসহ সারাদেশের চিত্র একই।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশে বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার সংখ্যা ৩০ হাজার। শিক্ষার্থী রয়েছে এক কোটি ২০ লাখ। বর্তমানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের সরকারি স্কেলের মূল বেতনের শতভাগ দেয়া হয়। বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বাবদ প্রতিবছর দুই হাজার ৮শ কোটি টাকা ব্যয় হয়। দেশের প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ২ হাজার ৪শ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে ৩ হাজার ৪শ এবং কারিগরি শিক্ষা খাতে ৯৪৬ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। অভিভাবকরা বলছেন, শিক্ষা ব্যবস্থা যদি প্রাইভেট টিউশনি এবং কোচিং নির্ভর হয়, তবে শিক্ষকদের জন্য এত হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন কী?

প্রাইভেট টিউশন বা কোচিং-এ পড়া
বিষয়ে বিধি-নিষেধ থাকলেও তা মানছেন
শিক্ষকরা। আইনে বলা আছে: প্রতিষ্ঠান প্রধা
অনুমতি ছাড়া কোন শিক্ষক প্রাইভেট টিউশন
কোচিং-এর সাথে জড়িত হতে পারবেন না।
বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু
আইনের কোন প্রয়োগ নেই। নেই সরক
তদারকি বা নিয়ন্ত্রণ। প্রতিষ্ঠান প্রধান নি
প্রাইভেট টিউশনি এবং কোচিং-এর সাথে জ
থাকেন।

এবার এসএসসিতে সেরাদের তালিক
অবস্থান নেয়া মনিপুর স্কুল ঘেঁষে রয়েছে শতা
কোচিং সেন্টার। প্রতিষ্ঠানের ৭০ শতাংশ শিক্ষ
এসব কোচিং সেন্টারে পড়ে। স্কুলে প্রবেশের
এবং ক্লাস শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কো
সেন্টারে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীরা। মনিপুর স্কু
সিলেবাসের আদলেই এসব কোচিং সেন্টা
সিলেবাস তৈরি। মনিপুর স্কুলের শিক্ষকরা প্রত
বা পরোক্ষভাবে এসব কোচিং সেন্টারের মালি
শিক্ষার্থীরা জানায়, স্কুলের চেয়ে এসব কো
সেন্টারের শিক্ষকরা ভাল পড়ান। পড়া আদায়
যে কোন বিষয়ের সমাধান দিয়ে থাকেন। তা
অভিযোগ: শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের শিক্ষাদা
আগ্রহ কম, কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সমাধান পাও
যায় না। তাই বাধ্য হয়েই কোচিং বা শিক্ষক
কাছে প্রাইভেট পড়তে হয়।

একই প্রতিষ্ঠানের ধর্ম বিষয়ের শিক্ষ
জামাল উদ্দিন তিনটি কোচিং সেন্টার গ
তুলেছেন। শুরু থেকে তিনি এ ব্যবসায় জড়িত
ঢাকার রূপনগরে তিনটি ফ্ল্যাটের মালিক হয়ে
তিনি। তার কাছে প্রাইভেট টিউশন এবং কো
বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কো
সেন্টারগুলোতে ভাল লেখাপড়া হয়। মনি
স্কুলের শিক্ষকরা প্রাইভেট না পড়ালে স্কুলের
সাফল্য আসতো না, প্রাইভেট পড়েছে বলে
সাফল্য এসেছে স্কুলে। এভাবে স্কুলের ৯৭ ভ
শিক্ষক প্রাইভেট টিউশন বা কোচিং সেন্টার চ
করে শিক্ষার্থীদের স্কুলের প্রতি অনাগ্রহী ক
তুলছেন বলে অভিযোগ। স্কুলের প্রধান শিক্ষ
আহাদ চৌধুরী জানান, সরকারি আইনের প্র
শ্রদ্ধাশীল হয়ে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার মান উন্নয়নে
জন্য শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন থেকে বির
থাকতে লিখিতভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কি
শিক্ষকরা তা আমলে নেয়নি।

ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপ
মনিরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীদের স্কুলমু
করতে, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান নিশ্চিত কর
প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করা জরুরি। প্রাইভে
টিউশন বন্ধে আইন থাকলেও তা মানছেন
শিক্ষকরা। তিনি বলেন, প্রাইভেট টিউশন ব
সরকারকে নতুন আইন করে তা বাস্তবায়
করতে হবে। কঠোর উদ্যোগ নিলে বিষয়টি
নিষ্পত্তি হবে।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মি
বলেনঃ স্কুলে শিক্ষকরা পড়ান না বলেই শিক্ষার্থী
প্রাইভেট টিউটর বা কোচিং সেন্টারের দি
ঝুঁকছে। শিক্ষা কমিশনে আমরা কোচিং সেন্টার ব
করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলাম
তিনি কোচিং সেন্টার বন্ধ করার জন্য সরকার
কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার তাগিদ দেন।